ইত্তেফাক

তারিখ ১০/৮/৮১
পৃষ্ঠা ...

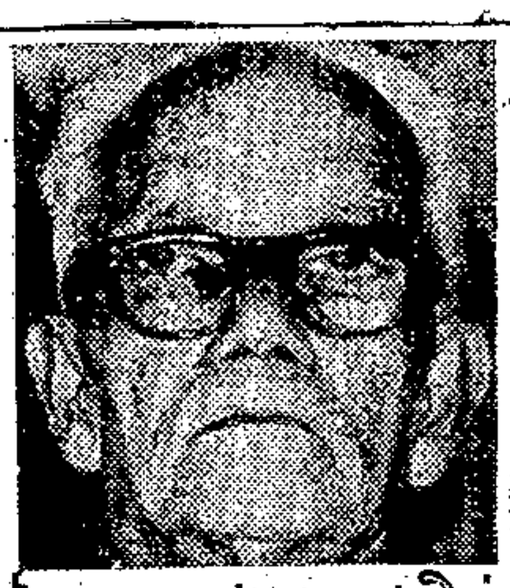

সৈয়দ মুর্তাজা আলীর ইন্তেকাল

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ সৈয়দ মুর্তাজা আলী হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া গত শনিবার গভীর রাত্রে ঢাকার কম্বাইণ্ড মিলিটারী হাসপাতালে ইন্তেকাল করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে ... ... রাজেউন)। গতকাল (রবিবার) দুপুরে ধানমণ্ডির ৭ নম্বর সড়কের মসজিদে তাঁহার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় এবং বনানী কবরস্থানে তাঁহাকে দাফন করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৭৮ বৎসর। মরহুম মুর্তাজা আলী চলতি বৎসরের মার্চ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশ প্রেস

(৮ম পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

মুর্তাজা আলীর ইন্তেকাল

(১ম পৃঃ পর)

ইনষ্টিটিউটের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

দুই সপ্তাহ পূর্বে জনাব মুর্তাজা আলীর ষ্ট্রোক হয় এবং গত ৪ঠা আগষ্ট দুপুরে অজ্ঞান হইয়া পড়েন। পরে তাঁহাকে কম্বাইণ্ড মিলিটারী হাসপাতালে স্থানান্তর করিয়া কৃত্রিম শ্বাস প্রক্রিয়ায় রাখা হয়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসে নাই।

অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাত্তার এক শোকবার্তায় মরহুমকে প্রবীণ চিন্তাবিদ, জাতীয় জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রেরণা সৃষ্টিকারী বুদ্ধিজীবী এবং দেশের যোগ্য সন্তান হিসাবে উল্লেখ করেন।

সংবাদপত্র ও বার্তাসংস্থার সম্পাদক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জনাব গোলাম রসুল মল্লিক সাংবাদিকতার ধারা উন্নয়নে মরহুমের অবদানের কথা স্মরণ করেন এবং বলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর ফলে সাহিত্য ক্ষেত্রে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণ হইতে দীর্ঘদিন সময় লাগিবে।

বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি জনাব আহামেদ হুমায়ুন, সাধারণ সম্পাদক জনাব রিয়াজউদ্দিন আহমদ, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব আমানউল্লাহ কবীরও সৈয়দ মুর্তাজা আলীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াছেন।

জনাব মুর্তাজা আলী ১৯০৩ সনে সিলেটে জন্মগ্রহণ করেন।

দেশ বিভাগের পূর্বে তিনি আসাম সিভিল সার্ভিসে ছিলেন। ১৯৪৮ সন হইতে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করার পর ১৯৫০ সনে রাজস্ব সচিবের পদে নিযুক্ত হন। '৫৮ সনে অবসর গ্রহণের পূর্বে তিনি রাজশাহীর কমিশনার পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি গেজেটেড অফিসার্স একাডেমীর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক প্রেস ইনষ্টিটিউটে যোগ দেওয়ার পূর্বে জনাব মুর্তাজা আলী বাংলা একাডেমীর সভাপতি এবং ইহার পূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। জনাব আলী এশিয়াটিক সোসাইটি এবং ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার কমিটির সাথেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৪ পুত্র, ৫ কন্যা, বহু আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব রাখিয়া যান।

জেনারেল (অবঃ) ওসমানী সৈয়দ মুর্তাজা আলী ও জনাব মাহবুবুল আলমের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি মরহুম আলীকে দক্ষ বাঙ্গালী প্রশাসক, ইতিহাসবেত্তা ও খ্যাতিমান লেখক বলিয়া উল্লেখ করেন।

জেনারেল (অব) ওসমানী বিবৃতিতে মরহুম মাহবুবুল আলমের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়া বলেন, তাঁহার মৃত্যুতে জাতি ইতিহাসের এক অধ্যায়ের প্রত্যক্ষদর্শীকে হারাইল।